2013

ঙ) একমেরুতার অর্থ ও বৈশিষ্ট্য । ০৪

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যখন রাজনৈতিক কার্যকলাপের একটি মাত্র কেন্দ্র থাকে এবং সেই কেন্দ্র থেকে আন্তর্জাতিক কার্যকর্ম পরিচালিত হয় তখন তাকে একমেরুতা বলে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একমেরুতার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করছে এবং সে একাই বিশ্বরাজনীতিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে। একমেরুতার কতগুলি বৈশিষ্ট্য কে তুলে ধরা যায় —

(1) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর '৯০ এর দশকের অন্তিম পর্বে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান ঘটে, বিশ্বে দ্বিমেরুতার অবসান ঘটে ও নতুন একমেরুতার উদ্ভব হয়। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন এর পতন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের পতন একমেরুতার সৃষ্টি করে) যার বর্তমানে বিশ্ব হল একমেরু কেন্দ্রিক। কারণ বর্তমান বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে, ফলে বিশ্ব রাজনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে।

(ii) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি তাকে একমেরুতার কেন্দ্রে পরিণত করেছে; আমেরিকার অর্থনীতি ও সামরিক শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সাহস ও শক্তি কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্রের নেই, ফলে আমেরিকা বিশ্বরাজনীতির নিয়ামকে পরিণত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে ইরাক ও আফগানিস্থানে সামরিক অভিযান আমেরিকার একাধিপত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে, কোনো বৃহৎ রাষ্ট্র আমেরিকার অভিযানের বিরোধীতা করে নি।

(iii) বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রসংঘের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণেও একমেরুকরণ ঘটেছে। বর্তমানে আমেরিকা জাতিসংঘকে নিজের ইচ্ছা পূরণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে এবং করছে, জাতিসংঘ আজ আমেরিকার মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে, জাতিসংঘের মাধ্যমে আমেরিকা বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে, মার্কিন দেশেই নিরাপত্তা পরিষদ ইরাককে ভাতে মারার নীতি গ্রহণ করেছিল। কোনো অন্য রাষ্ট্র তার বিরোধীতা করে নি, বস্তুত মার্কিন সম্মতি নেই এমন কোনো বিষয়ে জাতিসংঘের পক্ষে ঐ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়।

(iv) বর্তমানে আমেরিকা যে কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে এবং তার সার্বভৌম ক্ষমতা সংকোচনে সচেষ্ট হয়েছে, কোন রাষ্ট্রে কি ধরনের সরকার হবে তা মার্কিন নির্দেশে নির্ধারিত হচ্ছে, এমন কি উত্তর কোরিয়া ও ইরানকে আমেরিকা একাধিপত্য আক্রমণের হুমকি দিচ্ছে। এ বিষয়টি মার্কিন একাধিপত্য বাদের পরিচায়ক।

(v) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিন একাধিপত্য এর ক্ষেত্রে শক্তিশালী করেছে; মার্কিন MNC গুলি কোনো দেশের আর্থিক নীতি, বাণিজ্য, আমদানি রপ্তানি সহ এইসব নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে ফলে নয়া-উপনিবেশবাদ এক নতুন চেহারায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও IMF এবং বিশ্বব্যাঙ্কের মাধ্যমে আমেরিকা বিশ্ব অর্থনীতির উপর খবরদারি চালায়। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বায়নের একমেরুকরণের প্রবক্তা।

Scanned with CamScanner